দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

13

শিক্ষাঙ্গনে

এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলির প্রতি বৈষম্য

এবতেদায়ী মাদ্রাসা ইসলামী শিক্ষার প্রথম স্তর। একে মাদ্রাসা শিক্ষার বুনিয়াদও বলা চলে। এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়। পূর্বে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার সংগে সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে কোন বেতন দেয়া হতো না। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব সর্বপ্রথম এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণের বেতন-ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণ করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বরণের পর ১৯৮৪ সন থেকে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলির শিক্ষকগণের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। অপরদিকে সরকারী মঞ্জুরী (রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত) প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলি ১৯৮৫-১৯৮৮ সন পর্যন্ত এ চার বৎসর সরকারী অনুদান পেয়েছিলো। এ সময়ে মাঝে মধ্যে ঢাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। সরশেষে ১৯৯০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় প্যারেড স্কোয়ারে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেব স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতি মাসে ২৫০/- টাকা বেতন হিসাবে বার্ষিক ৩৬০০০/- টাকা প্রদানের ঘোষণা করেছিলেন। বর্তমান সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদ নির্বাচনের পূর্বে এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রতি শিক্ষককে বার্ষিক ৩৬০০০/- টাকা করে দেয়ার জন্য তদানীন্তন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবউদ্দীন সাহেবের নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমানে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া ক্ষমতায় অবস্থান করেও বিষয়টির প্রতি নজর দিচ্ছেন না। এটা সবারই উপলব্ধির বিষয় যে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে যেমন করে উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে ছাত্র যোগান পেয়ে থাকে ঠিক তেমনি এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল অর্থাৎ সিনিয়র মাদ্রাসাগুলিও ছাত্র যোগান পেয়ে থাকে। এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রতি সরকারের অনীহা, সিনিয়র মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্র দিন দিন তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাচ্ছে—এ অবস্থা চলতে থাকলে অনেক সিনিয়র মাদ্রাসা অদূর ভবিষ্যতে ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। সাথে সাথে আলীয়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার সুযোগও অনেক পরিমাণে হ্রাস পাবে। এটা আমাদের জাতীয় জীবনে নিশ্চয়ই কুফল বয়ে আনবে।

কিছুদিন আগের একটি খবর, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাতা ৫০০/- টাকা হতে ১০০০/- টাকা বর্ধিত করার দাবী উত্থাপন করেছেন জনৈক সংসদ সদস্য এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনাও হয়েছে, তবে দেশব্যাপী ১৫/১৬ হাজার মঞ্জুরীপ্রাপ্ত মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বা অনুদান সম্বন্ধে সরকারী দল, বিরোধী দল বা অন্য কোন দলের কোন সদাসয় সদস্য সংসদে কোন দাবী উত্থাপন করেননি এ পর্যন্ত। এটা কি ইসলামিক শিক্ষা সংকোচন নীতি না অন্য কিছু?

অতএব, বর্তমান সরকারের প্রতি আকুল আবেদন যেল পূর্ব সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের স্বীকৃতি দিয়ে সংযুক্ত ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ীর প্রতি সুনজর দিতে মর্জি হয়।

—মোঃ আবদুল খালেক,
(অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক)।